শতাব্দীর কলকাতা

SHATABDIR KOLKATA

A Fortnightly Bengali Newspaper • বর্ষ-১০, সংখ্যা-২৪ • ১৫ এপ্রিল ২০২৬ • Vol-10, Issue-24; 15 April 2026 • মূল্য- ১টাকা

বামফ্রন্ট সমর্থিত দুই প্রার্থী সিংহ ও খাম মধ্যমগ্রামে

সঞ্জীব চাকী

মধ্যমগ্রাম বিধান-সভায় এবার বামফ্রন্টের দুই প্রার্থী। একজন সিংহ চিহ্নের নিতাই পাল অন্যজন খাম চিহ্নের প্রিয়াঙ্কা বর্মন। প্রথমে বারাসত বিধানসভা পরে মধ্যমগ্রাম বিধানসভা হওয়ায় সেখানেও ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী দিয়ে এসেছে। ২০২১ সালে আইএসএফ বামফ্রন্টের সাথে জোট হওয়ায় তারা প্রার্থী দেয়। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক এবার আইএসএফ প্রার্থী দেওয়া শর্তেও প্রার্থী দিয়েছে। ২০২১ সালে আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে ছেড়ে আসা আইনজীবি বিশ্বজিৎ মাইতিকে। এবার তিনি দাঁড়িয়েছেন আমডাঙা থেকে। মধ্যমগ্রাম বিধানসভায় মুসলীম ভোট বেশি থাকায় তারা প্রার্থী দিয়েছিল বা এবারেও দিয়েছে তাদের বক্তব্য।

এদিকে বামফ্রন্ট সমর্থিত দুই প্রার্থীর প্রচার তুঙ্গে। আই এস এফ এবং ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে প্রচার চালাচ্ছে। আবার বামফ্রন্ট সমর্থিত খাম প্রার্থীর র‍্যালিতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল বিজেপির মতো ঢাক বেলুন ও ব্যান্ড। ফ্লেক্স, ব্যানার, দেওয়ালে লেখা হচ্ছে বামফ্রন্ট সমর্থিত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী। কিন্তু প্রচারে দেখা যাচ্ছে খাম প্রার্থীকে নিয়ে মধ্যমগ্রামের সিপিআইএমের নেতা-কর্মীরা ঘুরছে আর অন্যদিকে নিতাই পালের সাথে তার দলের নেতা কর্মীরা ঘুরছে। এরই মধ্যে

রেশারেশি তুঙ্গে দুই দলের মধ্যে। মধ্যমগ্রামের একটি ওয়ার্ডে নিতাই পালের দেওয়াল লিখনের ওপর প্রিয়াঙ্কা বর্মনের ফ্লেক্স লাগানোকে কেন্দ্র করে বিবাদ সৃষ্টি হয়। দুই প্রার্থীর মধ্যে নিতাই পাল ভূমিপুত্র। ছাত্রজীবন থেকেই নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক দল করেন। মধ্যমগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে লড়াই করেছেন। বর্তমানে তার পেশা পুরসভায় অস্থায়ী ট্যাক্স কালেক্টর ও গৃহশিক্ষকতা। তিনি জানান মধ্যমগ্রামের মানুষ তাকে আশীর্বাদ দিলে তিনি মধ্যমগ্রামের ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, নোয়াই খালের সংস্করন, মধ্যমগ্রাম স্টেশনে আন্ডারপাশ ও পঞ্চায়েত এলাকায় ভালো রাস্তা তৈরী করবেন। অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা বর্মন বহিরাগত। তাকে কাজ করতে হলে মধ্যমগ্রামের সিপিআইএমের নেতাদের ওপর ভরসা করে চলতে হবে। প্রার্থীকে ফোনে যোগাযোগ করা হলে পাওয়া যায়নি। ২৯ এপ্রিল ভোট বাক্সে কি হবে! রাজনৈতিকমহল মনে করছে সিপিআইএমের একটি ক্ষুদ্র অংশ যারা নীতিগত ভাবে আইএসএফ এর সঙ্গে জোট মানতে পারেন না তাঁদের ভোট সিংহে পড়তে পারে। মধ্যমগ্রাম বিধানসভায় তৃণমূলের তিনবারের বিধায়ক ও মন্ত্রী যাকে এলাকার মানুষ চাণক্য বলেন, সেই রথীন ঘোষ প্রচারে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে দেরীতে হলেও বিজেপির অনিন্দ্য রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় মাঠে নেমে খোল ও ফুটবল নিয়ে প্রচারের হাওয়া তুলেছেন। গুটিগুটি পায়ে প্রচার সারছেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান আইনজীবী অনন্ত রায়। এখন দেখার কি হয় মধ্যমগ্রাম বিধানসভায় মানুষ কার পক্ষে রায় দেয়।

ভোট প্রচারে শুধুই ভাতার প্রতিশ্রুতি

রিয়া সাহা

হাতে আর কয়েকটা দিন বাকি বিধানসভা ভোট। তাই চারিদিকে টাকা আর টাকা। কারন প্রচার ময়দানে সব শাসক বিরোধী দুই পক্ষের নেতাদের মুখে ভুরি ভুরি ভাতার প্রতুশ্রুতি। জিতে আসলে তিন, চার, পাঁচ হাজার টাকা করে বিভিন্ন ভাতার প্রতুশ্রুতির বন্যা চলছে। এবারের প্রচারে কোনো দলের পক্ষ থেকে কর্মসংস্থানের কথা বলা হচ্ছে না। কেউ বলছে না আমরা জিতে আসলে ইনডাস্ট্রি করবো বা সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করবো। শুধুই প্রতিযোগিতা একে ওপরের সাথে। কর্মসংস্থানের পথ তৈরীর পক্ষে কোনো দলের প্রার্থীদের ভূমিকা সক্রিয় নয়। ভোট প্রচারের ইঁদুর দৌড়ে সবাই এগিয়ে কর্মসংস্থানের দৌড়ে সবাই পিছিয়ে। রাজ্যে কর্মসংস্থান হলে যুবক - যুবতীদের ভিন রাজ্যে যেতে হবে না।

মধ্যমগ্রামের ভূমিপুত্র রথীন ঘোষের সাত প্রতিজ্ঞা

সুকুমার মণ্ডল

মধ্যমগ্রামকে উত্তম গ্রামে পরিণত করার কারিগর মধ্যমগ্রাম বিধানসভার তিনবারের বিধায়ক রথীন ঘোষ। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট জামানায় তলানিতে ঠেকে যাওয়া মধ্যমগ্রামকে, যিনি উন্নয়নের শীর্ষে তুলেছেন, চতুর্থবারের জন্য তাকে জয়ী করার জন্য মধ্যমগ্রামের আপামর জনসাধারণ উৎসুক হয়ে আছেন। এবারে বিধানসভা নির্বাচনে মধ্যমগ্রামের ভূমিপুত্র রথীন ঘোষ সাত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন।

১) মধ্যমগ্রামের বাসিন্দারা যাতে দূষণমুক্ত জ্বালানি ব্যবহার করতে পারেন, তার জন্য গ্যাসের পাইপ লাইনের সংযোগগুলি চালু করা হবে।

২) মধ্যমগ্রাম চৌমাথা আন্ডার পাশে প্রবীণ নাগরিক ও

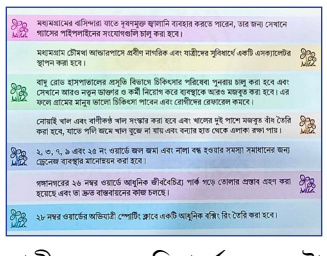

যাত্রীদের সুবিধার্থে একটা এস্কেলেটর স্থাপন করা হবে।

৩)বাদু রোডে হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসার পরিষেবা পুনরায় চালু করা হবে এবং সেখানে আরো নতুন ডাক্তার ও কর্মী নিয়োগ করে চিকিৎসাব্যবস্থাকে আরো মজবুত করা হবে। এর ফলে গ্রামের মানুষ ভালো চিকিৎসা পাবেন এবং রোগীদের রেফারেন্স কমবে।

৪) নোয়াইখাল এবং বাণীকণ্ঠ খাল সংস্কার করা হবে এবং খালের দুই পাশে মজবুত বাঁধ তৈরি হবে। যাতে পলি জমে খাল বুঝে না যায় এবং বন্যার হাত থেকে এলাকা রক্ষা পায়।

৫) ২, ৩, ৭, ৯ এবং ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে জমা জল এবং নালা বন্ধ হওয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করা হবে।

৬) গঙ্গানগরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে আধুনিক জীববৈচিত্র পার্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

৭) ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে অভিযাত্রী স্পোর্টিং ক্লাবে একটি আধুনিক বক্সিং রিং তৈরি করা হবে।

মধ্যমগ্রাম তৃণমূল কংগ্রেসের চাণক্য রথীন ঘোষ, যা প্রতিশ্রুতি দেন তা রক্ষা করেন। চতুর্থ বারের জন্য বিধায়ক হয়ে তিনি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন, মধ্যমগ্রামের বাসিন্দারা সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত।

শতাব্দীর
কলকাতা

সম্পাদকীয়

১ বৈশাখ ১৪৩৩
১৫ এপ্রিল ২০২৬

মোক্ষম টোপ বাংলার ভোটারদের

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন অন্যান্য বারের থেকে এবার ব্যতিক্রমী এবং তাৎপর্যপূর্ণ। মৎস্য শিকারী দেখেছেন? যে যত ভালো টোপ তৈরি করতে পারবেন, তার ছিপে তত বেশি মাছ উঠবে। কেউ আটার গোলা, কেউ পিঁপড়ের ডিম, কেউ আবার আফিমের জল মিশিয়ে টোপ তৈরি করছেন। তারপর চার ফেলছেন পুকুরে। চারের নেশায় মাছেরা বুঁদ হয়ে নেশাশক্ত হয়ে এগিয়ে আসছে বরশির দিকে। তারপর রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে, শিকারির কাছে পাঁচ বছরের জন্য গোলামীর দাসখত্ লিখে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এটাই বর্তমান রাজনীতি।

দেড় হাজার টাকার লক্ষীর ভান্ডার-এর টোপকে নস্যাৎ করতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৩০০০ টাকার টোপের "মাতৃশক্তি ভরসা" ফর্ম বাংলার বাড়ি বাড়ি বিলি করলেন। জাতীয় কংগ্রেসও পিছিয়ে নেই। তারা মহিলাদের জন্য মাসে ২০০০ টাকা করে দেওয়ার নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। দো গজ জমিন কে নিচে চলে যাওয়া বামফ্রন্ট তারাই বা বাদ যায় কেন? পেনশনভোগী এবং বর্ষীয়ান নাগরিকদের জন্য ক্ষমতায় এলে মাসে ৬০০০ টাকা করে দেওয়ার মোক্ষম টোপ ছুঁড়ে দিলেন বাংলার ভোটারদের দিকে।

হারহাভাতে জনগণ বাংলার মানুষদের জন্য প্রাণপণ করা জনদরদী নেতাদের প্রেম দেখে ভ্যাবাছ্যাকা খেয়ে ভিরমি খাওয়ার জোগাড় হয়েছে। কোন দিকে যাবে বুঝে উঠতে উঠতেই তাদের শিওরে শমন চলে এল।

মিষ্টি বিনিময়ে নতুন বছরের সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: উৎসবের তেরো পার্বন বাঙালির হৃদস্পন্দন। এই তেরো পার্বনের মধ্যে ১লা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলার নববর্ষ হলো বাঙালির অপর একটি অতি জনপ্রিয় পার্বন যা অনুষ্ঠিত হয় প্রধানত ১৫ এপ্রিল এবং লিপিয়ার বছরে ১৪ এপ্রিল। সিদ্ধিদাতা গণেশ আর ধন দেবী লক্ষীর পুজো দিয়ে ব্যাবসায়ীরা শুরু করেন নতুন বছরের হালখাতা। মুঘল সম্রাটরা হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরি সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সাথে মিলত না। এতে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করতে হত। খাজনা আদায়ে সুষ্ঠুতা প্রণয়নের লক্ষ্যে আকবরের আদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং আরবি হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম নির্মাণ করেন যা কার্যকর হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ নভেম্বর, ১৫৫৬) থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে "বঙ্গাব্দ" বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়। এর বিপক্ষে বহু ঐতিহাসিক দাবি করেছেন ভারতের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর নববর্ষের হিন্দু দিনপঞ্জির নামকরণ করা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ অব্দে বিক্রমাদিত্যের নাম অনুসারে। ভারতের গ্রামীণ বাঙ্গালি সম্প্রদায়ে ভারতের অনেক অঞ্চল ও নেপালের মত বিক্রমাদিত্যকে বাংলা দিনপঞ্জির আবির্ভাবের স্বীকৃতি দেয়া হয়। সৌর বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ উজ্জাপন আসাম, বঙ্গ, কেরল, মনিপুর, নেপাল, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, তামিল নাড়ু এবং ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। চৈত্রের শেষ দিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখের আগের দিন বাংলার বহু গ্রামে চড়ক পূজা আয়োজিত হয় শিবের উপাসনা দিয়ে। সেখানে শারীরিক কসরতের মাধ্যমে যে ঘূর্ণিয়মান দন্ড এবং দড়ি মাধ্যমে ভক্তরা বটি বা আগুনের উপর ঝাঁপিয়ে পরে তা গোটা বিশ্ববাসীর কাছে এখনো এক বিস্ময়। পূর্বে দোকানি, ব্যাবসায়ীরা বিশেষত সোনার ব্যাবসায়ীরা ক্রেতাদের মিষ্টির প্যাকেট ঠান্ডা পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করতো, বর্তমানে দ্রব্য মূল্য বিশেষত সোনার দাম আকাশ ছোঁয়া হওয়াতে তা বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু পুজো করেই হালখাতা পালন করেন। আগের দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে বাঙালিরা রীতি অনুযায়ী বছরের শেষ দিনে আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ককে বর্জন করে, মিষ্টি সম্পর্ক গড়তে টক ও তেঁতো খেয়ে থাকে, এবং পরেরদিন মিষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন বছরের শুভ সূচনা করে থাকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার নববর্ষ কবিতায় লিখেছিলেন "বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও, ক্ষমা করো আজিকার মতো পুরাতন বরষের সাথে পুরাতন অপরাধ যত।"

৯ এপ্রিল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ফ্রিজ!

ট্রাইবুনালে কি তাহলে লাভ নেই?

গোপাল ব্যানার্জি

নানা টালবাহানার পর অবশেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আর সর্বশেষ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করার পরে দেখা গেল আর বিচারাধীন তালিকায় থাকা প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে নথিপত্র যাচাই প্রক্রিয়া নিষ্পত্তির পরে বাদ পড়লো আরো ২৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৯৩ জন ভোটারের নাম। ভাজপার দালাল নির্বাচন কমিশন যতই মালিকের কথায় ভোটার ভ্যানিশ করে ক্রেডিট নেওয়ার ছক করুক না কেন ভাজপার বাংলায় দাঁত ফোটাবার মুরোদ হবে না। যে মানুষের ভোট দোয়ার বৈধ অধিকার রয়ে গেল তারাই ওদের বাংলায় অনুপ্রবেশের সুযোগ দেবে না। গত বছরের ৪ নভেম্বর থেকে বাংলায় ভাজপার নির্দেশ মেনে ভোটার তালিকায় জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করে। তার প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করার পরে দেখা গিয়েছিল আগের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম। এরপর থেকে একের পর এক সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করে বিচারাধীন বা বিবেচনাধীন ভোটাররা নতুন করে আবেদন করার পরেও তাদের নথিপত্র যাচাই করে কমিশন বাদ দিল ২৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৯৩ জন ভোটারের নাম। অর্থাৎ বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর থেকে এখনো পর্যন্ত মোট বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা দাঁড়ালো ৯০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৫ জন। ২০২৫ সালের ৪ নভেম্বর বাংলার ভোটার তালিকায় এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর কমিশন প্রাথমিক যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল সেখানে বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম। কমিশন দুহাত তুলে আনন্দে নৃত্য করতেই পারে কিন্তু তারা বাংলার মাটিকে চেনে না, মানুষকেও নয়।

মহাকাশের অতিথি- প্যানস্টার্স ধূমকেতু

অনির্বাণ বিশ্বাস

আবহবিজ্ঞানী

মহাকাশের দিকে চোখ ফেরান। প্রতিদিন আমাদের এই বিস্ময়ভরা আকাশ বদলে যায়—নতুন আলো, নতুন রহস্য, নতুন গল্প নিয়ে। আজকের মহাকাশের গল্প সৌরজগৎ তথা পৃথিবীর আকাশের এক ক্ষণস্থায়ী অথচ মুগ্ধকর অতিথিকে ঘিরে—ধূমকেতু। যার নাম C/2025 RE (PanSTARRS)

গত বছর এই ধূমকেতু টি আবিষ্কৃত হয়, যা এর নামের মধ্যেই উল্লেখ আছে।

ধূমকেতুর আচরণ ও বৈশিষ্ট্য বুঝলে এই ধরনের মহাজাগতিক বস্তুর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়।

সূর্যের পথে ধূমকেতুর যাত্রা।

ধূমকেতুর জন্ম দূর মহাশূন্যে—Oort Cloud বা Kuiper Belt-এর মতো বরফশীতল অঞ্চলে। কোটি কোটি বছর ধরে তারা নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়, তারপর হঠাৎ কোনো মহাকর্ষীয় টানে সূর্যের দিকে যাত্রা শুরু করে। এগুলো বরফ মিশ্রিত ধূলিকণা দ্বারা প্রস্তুত হয়। এই বরফ আবার কোয়াসার (Quasar) নামক এক বিশেষ প্রকার নক্ষত্রের (যার ভর সূর্যের কোটিগুণেরও বেশি) কেন্দ্রে সৃষ্টি হয়, এবং সুপারনোভা বা নক্ষত্রের অন্তিম বিস্ফোরণে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। যখন এই বরফময় বস্তুটি সূর্যের কাছে আসে, তখন তার গা থেকে বরফ গলতে থাকে। বেরিয়ে আসে গ্যাস ও ধূলিকণা—যা তৈরি করে এক আলোকোজ্জ্বল আবরণ (coma) এবং দীর্ঘ লেজ।

লেজ কেন এত উজ্জ্বল ও দীর্ঘ হয়?

ধূমকেতুর লেজ তার চলার পেছনে থাকে না, —থাকে সূর্যের বিপরীত দিকে। সূর্যের তীব্র বিকিরণ ও সৌর বায়ু ধূমকেতুর গ্যাস ও ধূলিকণাকে ঠেলে দেয় সবসময় সূর্যের বিপরীত দিকে।

ফলে— একটি নীলচে, সোজা আয়ন লেজ দেখা যায়।

আরেকটি হলদে, একটু বাঁকা ধূলিকণার লেজও দেখা যায়।

এই দুই লেজ মিলেই আকাশে আঁকে এক অপার্থিব দৃশ্য।

কখন দেখা যেতে পারে?

ধূমকেতু সাধারণত সবচেয়ে ভালো দেখা যায় ভোরের আগে, সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অথবা সূর্যাস্তের পরে।

কারণ তখন আকাশ অন্ধকার, কিন্তু দিগন্তে ধূমকেতু দৃশ্যমান থাকে। তবে শহুরে আলোর বাধা পেরিয়ে দূরে মফস্বল বা পাহাড়ি অঞ্চলে পছন্দসই জায়গা পেলে আরও ভালো।

ধূমকেতু R3 দ্রুত উজ্জ্বল হচ্ছে -- এটি কত দিন আমাদের আকাশে থাকবে? গত বছর আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে C/2025 R3 (PANSTARRS- প্যানস্টারস) ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হচ্ছে এবং এর আয়ন লেজ প্রসারিত করছে। তবে, এই মাসেই আকাশে তার সর্বোত্তম নয়নাভিরাম দৃশ্যটি দেখা যাবে। কারণ এই মাসেই আস্তে আস্তে এটি সূর্য (19 এপ্রিল, 2026) এবং পৃথিবী (25 এপ্রিল, 2026) উভয়েরই সবচেয়ে কাছে আসবে। সঙ্গের ছবিটি, যেখানে R3-কে ইতিমধ্যেই আকাশে ১০ ডিগ্রির বেশি প্রসারিত একটি লেজসহ দেখা যাচ্ছে, সেটি দুই রাত আগে সুইজারল্যান্ডের সিওন থেকে তোলা হয়েছে, যার বাম দিকে রয়েছে বড় পর্বত বিটশহর্ন। (ছবির সৌজন্য, স্বত্ব ও কপিরাইট: হোসে রদ্রিগেজ)।

ধূমকেতু R3 এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে সূর্যোদয়ের আগে দেখা যাবে।

ধূমকেতুর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকই তার অনিশ্চয়তা।

কখনো— হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার হঠাৎই ম্লান হয়ে যায়। আবার কখনো সূর্যের কাছে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অতীতে বহু ধূমকেতু সূর্যের তাপে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তাই কোনো ধূমকেতুর ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট করে কিছু বলা প্রায় অসম্ভব।

খালি চোখে কি দেখা যাবে?

তা নির্ভর করে ধূমকেতুর উজ্জ্বলতার উপর।

যদি যথেষ্ট উজ্জ্বল হয় এবং শহরের আলো দূষণ থেকে দূরে থাকার ব্যবস্থা করা যায়—তবে খালি চোখেও দেখা যেতে পারে। নচেৎ—একটি সাধারণ ক্যামেরা বা দূরবীনই আমাদের দেখাতে পারে এই মহাজাগতিক সৌন্দর্য।

ধূমকেতু কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

ধূমকেতু শুধু দৃষ্টিনন্দনই নয়—এরা বহন করে সৌরজগতের আদিম ইতিহাস।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন—

পৃথিবীর জলের একটি অংশ এমনকি জীবনের প্রাথমিক জৈব অণুও সম্ভবত ধূমকেতুর মাধ্যমেই এসেছে।

পরিশেষে বলি,

ধূমকেতু মানে শুধু আকাশের বুকে এক উজ্জ্বল রেখা নয়—

এ যেন সময়ের অতল থেকে ভেসে আসা এক বার্তা।

আজ দেখা গেল, কাল হয়তো আর থাকবে না।

তবুও, তার এই ক্ষণস্থায়ী উপস্থিতিই আমাদের মনে করিয়ে দেয়— আমরা এক চলমান, রহস্যময়, বিস্ময়কর মহাবিশ্বের অংশ।

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাসামগ্রী প্রদান

জগন্নাথ রায়: শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ও চেয়ারম্যান সুকুমার মণ্ডলের উদ্যোগ চলা শতাব্দীর কলকাতা সান্ধ্য শিক্ষা নিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী-সহ এলাকার পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাসামগ্রী স্কুলব্যাগ, খাতা, পেন, পেনসিল, রাবার ও খাদ্য হাতে তুলে দেওয়া হয় ২ এপ্রিল। এদিন উপস্থিত ছিলেন শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশনের সম্পাদক সঞ্জীব চাকী, ট্রেজারার অঞ্জনা খাঁ, শতাব্দীর কলকাতা সান্ধ্য শিক্ষা নিকেতনের শিক্ষক রাজু স্যার, মিষ্টি চক্রবর্তী, নিকিতা ভুঁইয়া, বনশ্রী ভৌমিক, জুঁই চক্রবর্তী, শিভম চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। এই শিক্ষাসামগ্রী পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে হাসি দেখা যায়।

নববর্ষে প্রভাতফেরী

মধ্যমগ্রাম ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে নববর্ষের সকালে প্রভাতফেরী হয় পুরপিতা সুকুমার মণ্ডলের উপস্থিতিতে।

জেলাশাসক ও নগরপালেরা বারাকপুর ও বিধাননগরের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে সাধারণ মানুষদের সাথে কথা বলছেন।

শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশনের সম্পাদক সঞ্জীব চাকীর জন্মদিন পালন করলেন নবজাগরণ সংঘের সকল সদস্যরা। *ছবি- উত্তম গাঙ্গুলী*

ভর্তি চলছে
আপনার শিশুর ভবিষ্যতে গড়তে
KOLKATA YOUTH COMPUTER ACADEMY
MADHYAMGRAM
KOLKATA- 132
কলকাতা
ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমি
Run by : শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশন
DIT
TALLY+GST+ACCOUNTS
HTML
COREL DRAW+PHOTOSHOP WITH DTP
C or C++, Java, Python
Logo, Scratch
POWER BI
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি কোর্সের ছাত্র-ছাত্রী সহ ক্লাস ২ থেকে ৯ অবধি
১ টি কম্পিউটারে ১ জন করে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
কোর্স শেষে সরকারী সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
নবজাগরণ সংঘ, নন্দন কানন, দোলতলা, মধ্যমগ্রাম, কোলকাতা- ১৩২
ফোন: 8420323559

স্বত্বাধিকারী অঞ্জনা খাঁ কর্তৃক ১ নং শ্রীনগর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বিসিপি কম্পিউটারস্, ১/১৩, কে.এন.সি রোড, অশোক মার্কেট-২, বারাসত, কলকাতা-১২৪ হইতে মুদ্রিত।
প্রধান সম্পাদক: সুকুমার মণ্ডল সম্পাদক: সঞ্জীব চাকী

Printed, Published and Owned by Anjana Khan, Published from 1 No. Sreenagar, Madhyamgram, Kolkata- 129 and Printed at BCP Computers, 1/13, K.N.C. Road, Ashok Market-2, Kolkata- 124.
Contact No.: **8583007758** / Whatsapp No.: **9804160667**, E-mail: **shatabdirkolkata2014@gmail.com**
Editor in Chief: Sukumar Mandol **Editor: Sanjib Chaki**